Notes

২৪) বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর, 07/05/19

লিখিত সংবিধান :- বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান এই সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ, ৮২টি পৃষ্ঠা এবং ৭টি তফসিল আছে,

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান :- বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় তবে এই সংবিধান সংশোধন করা খুব কঠিন নয়, সংবিধানের দশম ভাগে একটি মাত্র অনুচ্ছেদ আছে ___ , এতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য আইন সভার ২/৩ ভোটের প্রয়োজন,

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি :- বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে,

সংবিধানের প্রাধান্য :- সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগন, এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ন, ততখানি বাতিল হবে,

সংসদীয় সরকার শাসন :- বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়, মন্ত্রীপরিষদ তাঁর কাজের জন্য আইনসভার নিকট ___ থাকে,

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা :- বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, কেন্দ্রীয় সরকার এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হওয়ায় এখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলবৎ রয়েছে,

এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা :- বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে – যার নাম হল 'জাতীয় সংসদ', 1972 সালে সংবিধানে মোট ৩৫০ টি সংসদ সদস্যের জন্য আসন

বাকি ছিল মাত্র সর্ব ৩০০টি আসন এবং ১৫টি ছিল সংর নারী আসন। বর্তমানে এর সংখ্যা ৩০০+৫০ করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা :- আমাদের সংবিধানে ৩য় নিশ্চয়তা এবং বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এর মধ্যে চিন্তা করা, মতামত প্রকাশ, ধর্ম-কর্ম করা, চলাফেরা করার স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সকল অধিকারগুলো অধিকারের উপর সংসদ কিছু নিষেধ আরোপ করেছে।

জনগণের সার্বভৌমত্ব :- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে সকল ক্ষমতার উৎস হল জনগণ, এদেশের সরকার- জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। এদেশের সরকার ভূত-ভবিষ্যৎ জনগণের উপর নির্ভরশীল।

সার্বজনীন ভোটাধিকার :- এখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক ভোট এক নীতি হল বাংলাদেশের সার্বজনীন ভোটাধিকারের মূল নীতি। আঠারো বছরের অধিক নাগরিকগণ এখানে জাতীয় যে-কোন বিষয়ে ভোট দিতে পারে

মানবাধিকার সমুন্নত রাখা :- সংবিধানে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মানুষকে যেন অন্যায়ভাবে হত্যা না করা হয়, কারও সম্পদ যেন লুন্ঠন করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল :- সাধারণ বিচার ছাড়াও এখানে এক ধরনের বিশেষ প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল আছে যেখানে প্রশাসনের সকল উর্দ্ধতন, অধঃস্তন কর্মকর্তা, কর্মচারীদের চাকুরীর বহাল পদোন্নতি, বরখাস্ত ইত্যাদি ~~বিশেষ~~ বিষয়ে প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের হস্তক্ষেপ থাকবে, এ ধরনের ট্রাইবুনাল ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ অনেক দেশে নেই।

অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা :- সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে এই কথা বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে শাসনের মূলনীতি

নিয়মে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জেলা প্রশাসককে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য মনোনীত হন,

দলীয় শৃঙ্খলা :- ৭০ অনুচ্ছেদ-এ আইন রয়েছে যে সকল সংসদ সদস্য দলীয় শৃঙ্খলা সঠিকভাবে পালন করতে পারে, এরজন্য কোন যেন স্বীয় রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সংসদে বক্তব্য না রাখে কিংবা দল ত্যাগ না করে, যদি তা সে করে তাহলে তার সংসদ পদ খারিজ বলে ঘোষনা করা হবে,

ন্যায়পাল :- এটি সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে বলা হয় যে, সংসদ আইনের মাধ্যমে ন্যায়পাল সৃষ্টি করবে, ন্যায়পাল সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের মতো ক্ষমতার অধিকারী হবেন, তিনি বাংলাদেশের সরকারের যে-কোন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ শুনবেন এবং প্রয়োজনে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারবেন এবং যেকোন কর্তৃপক্ষকে তার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে,

সুপ্রিম কোর্টের ব্যবস্থা :- সংবিধানে এই সুপ্রিম কোর্ট Council-র ব্যবস্থা করা হয়েছে, জিয়াউর রহমানের সময় তা কেবলমাত্র Council করা হয়, এখানে প্রধান বিচারপতি আর অন্যান্য 2জন Senior বিচারপতি নিয়ে গঠিত হবে যা বিচারকদের আচরনবিধি নির্ধারন করবে,

জরুরি অবস্থার ঘোষনার বিধান :- ৩য় সংশোধনের মাধ্যমে তা করা হয়, রাষ্ট্রপতি যদি কোন অবস্থায় দেখতে পান যে দেশের বিশৃঙ্খলা অবস্থা বিরাজমান তখন রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবে,

প্রজাতন্ত্র :- বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশ, জনগন সকল ক্ষমতার মালিক। জনগনের পক্ষে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগন ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। রাষ্ট্রপতি হবেন দেশের সর্বাধিনায়ক এবং তিনি নামে মাত্র দেশ পরিচালনা

করবেন, তিনি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হবেন না,

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা :- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগকে সুপ্রিম কোর্ট বলা হয়, আপিল বিভাগ ও তার High Court নিয়ে এই Court গঠিত, সংবিধানের 22 নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা রাখার কথা বলা হয়েছে,

স্বাধীন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা :- বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও শ্রেণী সংগ্রাম বা বিপ্লবের কথা হয়নি, জাতীয় সংসদ প্রয়োজন বোধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়করণ করতে পারে